শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া

নভেম্বর ২০০৯ | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রিয় ভাই বোনেরা,
প্রণাম,

ইকোজ ইয়ির ক্রমবর্ধমান গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা নিঃসন্দেহে আমদের কাছে এক আনন্দের বিষয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সংখ্যার জন্য অনেক লেখা এসেছে। ২০০৯এর জুলাই মাসে তিরুপ্পুরে ইকোজ ইয়ির স্বেচ্ছাসেবী সমাবেশের পর লেখা ও সংবাদ পরিবেশনের মান অনেক উন্নত হয়েছে। তাই স্থান সংকুলানের জন্য লেখা নির্বাচন করাও বেশ দুরূহ হয়ে উঠেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গে গুরুদেবের ব্যাপক পরিক্রমা এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। কোলকাতার কাছে খড়গপুরে দ্বিতীয় CREST এর উদ্‌ঘাটন এই সফরের উচ্চ আলোকিত বিষয়।

চেন্নাই এর মানাপাক্কাম আশ্রমে দীপাবলী উৎসব উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজিত অসংখ্য প্রশিক্ষণ শিবির, মুক্ত আলোচনা চক্র, ব্যাঙ্গালুরুতে যুব শিবির, জয়পুর ও এর্নাকুলামে অনুষ্ঠিত কার্যক্রম ও উত্তরখণ্ডের প্রশিক্ষক মিটিং এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পানভিল আশ্রম এবারের "জ্যোতির্কেন্দ্রে" স্থান পেয়েছে।

ইকোজ ইয়ি নিজে পড়ুন ও অপর ভাই বোন ও বন্ধু পরিজনদের পড়তে উৎসাহিত করুন বিশেষ করে যাদের ই-মেল পরিসেবার সুযোগ নেই।

শ্রদ্ধান্তে,

সম্পাদকমণ্ডলী

চিত্তুর

১৩ই সেপ্টেম্বর, রবিবার ভ্রাঃ অজয় ভট্টরকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদেব দুপুর নাগাদ চেন্নাই থেকে সড়কযোগে অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর কর্ণাটকের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রায় ১০০০ অভ্যাসী তাঁকে চিত্তুর আশ্রমে স্বাগত জানান। প্রায় তিন ঘন্টা পথচলার ধকল সত্ত্বেও গুরুদেবকে বেশ উৎফুল্ল দেখাছিল। তিনি পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি আশ্রমের বাতাবরণকে সুরম্য করে তোলে। বিকেল ৫টায় গুরুদেব তাঁর কুটিরের বাইরে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং পরদিন সকাল ৭-৩০মিনিটে, ১১-৩০মিনিটে এবং বিকেল ৫টায় সৎসঙ্গ পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তী স্থানগুলোতেও এই রুটিন অব্যাহত ছিল।

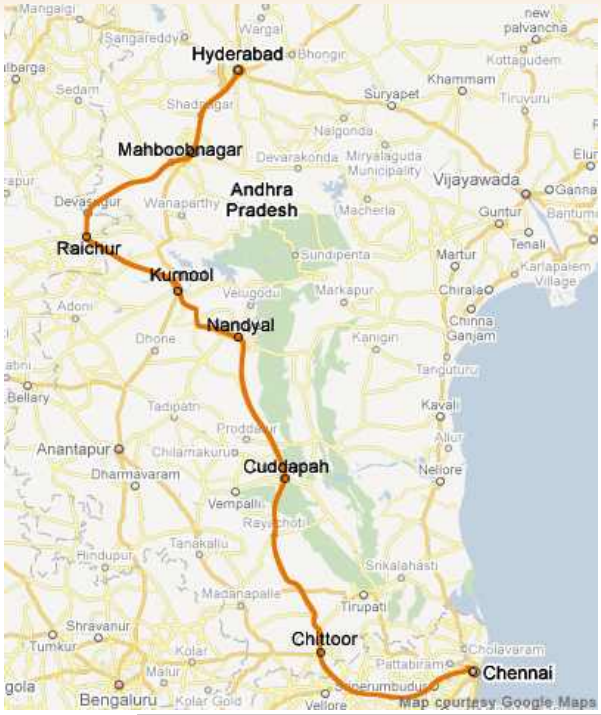

১৪ই সেপ্টেম্বর সকালে উপস্থিত সকলের সামনে গুরুদেব বলেন, "আধ্যাত্মিকতায় কোনো ভবিষ্যৎ নেই, আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি...। দুঃখের বিষয় মানুষ স্থূল স্তরে উন্নীত হতে চায় যেখানে সম্ভাবনা অতি সীমিত। অথচ আধ্যাত্মিক স্তরে সম্ভাবনা অসীম...। আমাদের উচিত এ বিষয়ে সঠিক বোধগম্য করা। ধ্যান আমাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তীতা এনে দেয়। সাফাই আমাদের গড়ে তোলে। আর প্রাণাহূতি আধ্যাত্মিক প্রগতিতে সহায়তা করে। প্রশিক্ষকদের এ বিষয়ে বলা উচিত। তারা কদাচিৎ এটা করে"। ঐ দিন রাতে আহারের পর গুরুদেব ৮-৪৫মিনিটে কটেজের বাইরে আসেন। অপেক্ষারত অভ্যাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। প্রায় আধ ঘন্টা গুরুদেব কথা বলেন এবং নিজেদেরকে পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

(http://sahajmarg.org/literature/online/speeches/reappraise-yourself). ১৫ই সেপ্টেম্বর গুরুদেব কাডাপার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

দুপুরবেলা গুরুদেব কাডাপা আশ্রমে পৌঁছালে প্রায় ১৫০০ অভ্যাসী উষ্ণ সম্ভাষণ জানায়। নবনির্মিত ধ্যানকক্ষে প্রায় ১০০০ অভ্যাসীর বসার ব্যবস্থা রয়েছে যা অতি রমণীয়ভাবে সুসজ্জিত এবং আশ্রম প্রাঙ্গণের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। গুরুদেব ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন এবং ৪-৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। কিছু অভ্যাসী তাঁকে তাদের বাচ্চাদের নামকরণের অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, যদি তারা নামের শেষে পদবী যোগ না করে তবেই তিনি বাচ্চাদের নামকরণ করবেন।

এই ছোট্ট কেন্দ্রের নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবীদের আশীর্বাদধন্য করে গুরুদেব ১৬ই সেপ্টেম্বর নানদয়ালের উদ্দেশে রওনা হন। গুরুদেব এই প্রথম নানদয়াল কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ২০০০ অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানায়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
গুরুদেবের ভ্রমণ
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

NANDYAL

KURNOOL

গুরুদেবের কটেজে যাবার পথের দুপাশে বাহারী ফুলের সারী। গুরুদেব প্রথমে কটেজের দ্বার উদঘাটন করেন এবং তারপর কটেজের সংলগ্ন ধ্যানকক্ষের ফিতা কাটেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি এক অভ্যাসী পরিবার দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এরপর গুরুদেব সড়কযোগে নানদয়াল থেকে ৯০ কিমি দূরে কূরনোলে পৌঁছান।

সকালে ১১.২০ মিনিটে কূরনোল পৌঁচ্ছেই তিনি ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন এবং তা পূজ্য বাবুজী মহারাজকে উৎসর্গ করেন। এরপর প্রায় ১৫০০ অভ্যাসীদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তারপর তিনি তাঁর কটেজের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। কটেজে যাবার সময় একজন মন্তব্য করেন যে, এই আশ্রম খুব ভালো। উত্তরে গুরুদেব বলেন – সব আশ্রমই খুব ভালো। যে কেউ একটা ভালো আশ্রম তৈরী, কিন্তু তিনি অনেক অনেক ভালো অভ্যাসী আশা করেন।

সন্ধ্যার সময় গুরুদেব কটেজের বাইরে অভ্যাসীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে গেলেন। তিনি বলেন, তাঁর এই বয়সে লোকে বিশ্রাম চায়, যেমন শিশুর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। মহাভারত থেকে ধৃতরাষ্ট্রের কথা উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ঘুম আমাদের ইচ্ছামত আসেনা, কিন্তু যখন ঘুম আসে তখন ঘুমাতে হয়। গুরুদেব আরও বলেন যে, ৫০০০ অভ্যাসীর মধ্যে ৫০ জন খারাপ অভ্যাসী পরিস্থিতি খারাপ করার পক্ষে যথেষ্ট। যেমন অনেক পরিমাণ দুধের মধ্যে কিছু বিষ মিশিয়ে দেওয়া।

জনৈক অভ্যাসী প্রশ্ন করেন যে, অভ্যাসীদের বাচ্চারা ১৬ বছর বয়সে সাধনা শুরু করতে পারে কিনা। গুরুদেব বলেন, আমাদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি এক সুখী পরিবারের কথা উল্লেখ করে বলেন, একজন ১২ বছরের শিশু যদি বিয়ে করে সুখী হতে চায়, তাহলে তা অনুমোদন করা যায় না। সবকিছুর জন্য একটা সঠিক সময় আছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর গুরুদেব সকাল ৭–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং ন'টা নাগাদ গাদেওয়াল হয়ে রাইচুর ও কর্ণাটকের উদ্দেশে রওনা হন। গাদোয়ালে অপেক্ষারত অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি কিছু সময় থামেন। রাইচুর পৌঁছাতে তাঁর প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় লাগে। গত কয়েক সপ্তাহ বৃষ্টির জন্য সরু রাস্তা খুব খারাপ ও ঝাঁকিবহুল ছিল।

এই রাইচুর আশ্রম পুরানো আশ্রমগুলির মধ্যে একটি যা বাবুজী মহারাজ ১৯৭০ সালে উদঘাটন করেন। প্রায় বাইশ বছর পর গুরুদেব এই আশ্রম পরিদর্শনে এলেন। কর্ণাটকের প্রায় ১৩০০ অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানায়। গুরুদেব ধ্যানকক্ষের সংযোজিত এক অংশে তাঁর কুটিরের দ্বার উদঘাটন করেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর সৎসঙ্গ ও প্রাতঃরাশের পর গুরুদেব হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ২৫০ কিমি এই দূরত্বের সফরে ১০০ কিমি চলার পর মেহবুবনগরে এক অথিতিশালায় গুরুদেব বেশ কিছু সময় বিশ্রাম নেবার জন্য যাত্রা স্থগিত রাখেন। কিন্তু বাস্তবে তখন সেখানকার পরিস্থিতি অন্যরকম। প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী তাঁর জন্য অপেক্ষামান। গুরুদেব বলেন, তাঁর কাছে কর্তব্য আগে। তাই অপেক্ষামান অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে এলেন, তাদের সিটিং দিলেন। স্থানীয় প্রশিক্ষকের কাছে ঐ কেন্দ্রের খোঁজখবর নিলেন এবং পিঠ চাপড়ে বললেন যে, তিনি খুব খুশী। কিছুক্ষণ পর আবার যাত্রা শুরু করলেন। মধ্যাহ্নভোজের জন্য স্বল্প সময় অতিবাহিত করে গাড়ীতে থুমকুন্টার দিকে রওনা হন এবং ৮ ঘন্টা পথ চলার পর বিকেল ৪–২০ মিনিটে সেখানে পৌঁছান। প্রধান ফটক থেকে তাঁর কটেজের রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নীরব অভ্যাসীদের উপস্থিতি তাঁকে সাদরে প্রেমাপ্লুত করে। চেন্নাই থেকে দীর্ঘ সড়কযোগে সফরের সব ক্লান্তি ছাপিয়ে গুরুদেবের চেহারায় এক খুশীর দীপ্তি ফুটে উঠেছিল। পরদিন ২০শে সেপ্টেম্বর সকালে গুরুদেব ৭–১০ মিনিটে ধ্যানকক্ষে উপস্থিত হন। ৬০০০ অভ্যাসী বসার ধ্যানকক্ষ ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন।

সেদিন সেখানে প্রায় ভাঁরার মত বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ও প্রতিবেশী রাজ্য থেকে অনেক অভ্যাসী সমবেত হয়েছিল। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে পাঁচটা বড় বড় তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক তাঁবুতে প্রায় ৮০০ জনের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

RAICHUR

MAHBOOBNAGAR

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
গুরুদেবের ভ্রমণ
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আনুমানিক, শিশু সহ প্রায় ৭০০০ জনের সমাগম ঘটেছিল। ২১ সেপ্টেম্বর ভাই অজয় সকাল ৭.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । সন্ধ্যায় ডঃ সৌমার ভারতনাট্টম নৃত্য পরিবেশন হয় । গুরুদেব ধ্যানকক্ষে এক ঘন্টা ঐ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল– মা যশোদার তাঁর পুত্র প্রভু কৃষ্ণের প্রতি অপার প্রেম আকুলতা।

২২ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০–৩০ মিনিট । এবার বিদায়ের পালা । অভ্যাসীরা সারিবদ্ধভাবে গুরুদেবের গাড়ী যাবার রাস্তার দুইধারে দাঁড়িয়ে তাদের প্রেমাসিক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন। বিমানবন্দর থেকে ৩০ মিনিটের দূরত্বের পথ অতিক্রম করে এক অনাবাসীর বাড়িতে গুরুদেব রাত্রিযাপন করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে কোলকাতা রওনা হওয়ার আগে তিনি নিরবিচ্ছিন্ন প্রশান্তিতে বিশ্রাম নেন।

অবশেষে গুরুদেবের ১০ দিনের ব্যাপক কর্ণাটক সফর সম্পূর্ণ হল। প্রেম করুণা এবং জরুরী তৎপরতা তাঁর সফরের চরিত্ররূপদান করেছিল এবং প্রবল ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ১০ জন প্রশিক্ষক তৈরী করেন। ননদয়ালে এক তরুন যুবক প্রেমাসিক্তভাবে তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁকে আরো একদিন সেখানে থেকে যেতে কারণ, যেহেতু এটা ছিল তাঁর প্রথম পরিদর্শন। গুরুদেব তখন তাকে প্রশ্ন করেন, – "কি সেই জিনিষ যা একজন বৃদ্ধের কাছে কম থাকে আর একজন যুবকের কাছে বেশী থাকে?" যুবকটি নানান উত্তর দিতে চেষ্টা করল। গুরুদেব উত্তরে বললেন, এ হল– ' সময়'। তরুন যুবকের কাছে অনেক সময় আছে। আমি আজ বৃদ্ধ আর অল্প সময়ে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। তাই, অবশ্যই আমি কুরনোল যাব।" বলা বাহুল্য যে, এই জরুরী তৎপরতা তাঁর সমগ্র সফর জুড়েই বিদ্যমান ছিল।

কোলকাতা

২৩ শে সেপ্টেম্বর গুরুদেব কোলকাতা পৌঁছে সোজা আশ্রমে চলে যান। অন্ধ্রপ্রদেশের কষ্টকর সড়ক যাত্রার পর তিনি সারাদিন বিশ্রাম নেন। ২৮ ও ২৫ শে সেপ্টেম্বর তিনি সন্ধ্যায় ও সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ২৬ শে সেপ্টেম্বর সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর গুরুদেব ভারতের প্রথম স্কলারশিপ প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্‌ঘাটন করেন। ৪০ জন অংশগ্রহনকারী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। অংশগ্রহনকারীদের তিনি বলেন, আত্মানুসন্ধানের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে যাতে প্রকৃত প্রজ্ঞা লাভ করা যায়। তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধির বশবর্তী না হয়ে বরং হৃদয়ের বিবেকবার্তার অনুগামী হতে অনুপ্রেরণা দেন। (http://www.sahajmarg.org/literature/online/speeches/the-spirit-of-inquiry)| ভ্রাঃ বালাসুব্রামানিয়ান বেদের শিক্ষা ও প্রজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে 'সহজমার্গের নিয়ম' এর উপর আলোকপাত করেন এবং গুরুর প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

KOLKATA

KHARAGPUR

খড়গ্‌পুর

২৬ সেপ্টেমবর সন্ধ্যায় গুরুদেব ভ্রাঃ অজয়ের বাড়িতে চলে যান এবং পরদিন সকালে খড়গপুরে CREST এর জন্য রওনা হন। সকাল ১১ টা নাগাদ খড়গপুরে পৌঁছে বেশ কিছুক্ষন বিশ্রাম নেন, এরপর CREST এর ভিতরে চতুর্দিক ঘুরে দেখেন। ধ্যানকক্ষ, অফিস, গ্রন্থাগার, নির্দেশকের বাসভবন, প্রশিক্ষকদের ঘরগুলো এক এক করে পরিদর্শন করেন। যথার্থ মানের কাজকর্মের জন্য তিনি খুব খুশী। এরপর রান্নাঘরের উদ্‌ঘাটন করেন, ক্যান্টিন পরিদর্শন করেন, এবং সবশেষে অত্যাধুনিক মানের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন। কিছুসময় তিনি সেখানে বসেন এবং স্বাভাবিক কথার প্রসঙ্গে বলেন, "স্বল্প শক্তি নিয়োগ করে অধিক ফল পাবার দক্ষতা জরুরি। ঈশ্বরের সংজ্ঞা হল শূন্য বিনিয়োগ করে অনন্ত ফল প্রাপ্তি। এই প্রচেষ্টাতেই আমাদের থাকা উচিত।"

স্কলারশিপ কার্যক্রম ভোর ৫ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত চলত। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছিল যেমন, মিশনে সেবা প্রদান করা, দশসূত্র, চরিত্র নির্মান, সহনশীলতা এবং করুণা, প্রসাদ, মিশনের প্রতীক, তিন গুরুদেব, সহজমার্গের মূল ভীত, নৈতিকতা, পরিবর্তন, সতত স্মরণ, SMSF, SMRTI, SRCM এবং SHPT ইত্যাদি। এছাড়া কিভাবে একটা কেন্দ্রকে কার্যকরী করা যায় ও কিভাবে মুক্ত আলোচনা চক্র পরিচালনা করা যায় – এসবও আলোচিত হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
গুরুদেবের ভ্রমণ
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

MASTER'S COTTAGE

ADMIN BLOCK

DINING & KITCHEN DORMITORIES MEDITATION HALL

সন্ধ্যাবেলা অভ্যাসীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কেউ একজন প্রশ্ন করেন, বাসনা কি করে দূর করা যায়? উত্তরে তিনি বলেন, "আমদের উচিত ছোট বিষয় দিয়ে শুরু করে ক্রমশ বড় বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া"।

২৮শে সেপ্টেম্বর গুরুদেব ধ্যানকক্ষের ফিতা কেটে খড়গপুরে CREST-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সৎসঙ্গের পর CREST এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তাঁর ইচ্ছা শুধুমাত্র গীতার উপর একটা কার্যক্রম আয়োজন করা। তিনি আশা করেন, আমরা যেন প্রত্যেকদিন গীতার একটা পরিচ্ছেদ পড়তে চেষ্টা করি এবং তার অর্থ অনুধাবন করি। এই CREST ব্যাঙ্গালুরুর থেকে ভিন্ন ধাঁচের কারণ এখানে বিশেষ করে নৈতিকতা ও নীতিতত্ত্বর উপর আলোকপাত করা হবে। (http://sahajmarg.org/literature/online/speeches/dare-to-think).

"তাই আমি চাই তোমরা নিজেদের বিশ্বাস জনিত পদ্ধতি ও প্রকৃত সত্যের মধ্যে তুলনাগত পরীক্ষায় সামিল হয়ে কি হওয়া উচিত বা কি হচ্ছে এবং কি হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হও। বুকে সাহস নিয়ে এবং মুক্তকন্ঠে তা বলো এবং এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সার্থক করো। এর জন্যেই তা গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহার হওয়া উচিত।" (CRESTখড়গপুর)

ঠাসা কর্মসূচী ও ভ্যাপসা গরম সত্ত্বেও দুদিনের অনুষ্ঠানে গুরুদেবের উপস্থিতি স্কলারস্‌দের যারপরনাই প্রানবন্ত করে রেখেছিল। ৩০শে সেপ্টেম্বরের সমাপ্তি ভাষণে তিনি বলেন, "সন্ত–এর আসল গুণ কি? আসল গুণ হল ভারসাম্য বজায় রাখা। আমোদে, বেদনায়–কোন পরিবর্তন নেই; রোগে, সুস্বাস্থ্যে–কোন পরিবর্তন নেই। বাইরে, ভিতরে একেবারে এক সন্তুলিত...। তাই আমাদের মনে রাখা উচিত এ হেন সুযোগ সকলের কাছে আসে না বা বারবার আসবেও না। গুরুদেবের কৃপায় তোমার কাছে তা এসেছে। যে কোনো কারণেই হোক তোমাকে এখানে এনেছে, তাই প্রার্থনা করো, যাতে তুমি এখানেই থেকে যেতে পারো, অর্থাৎ নিরন্তর অধ্যাবসায়, শিক্ষা, অনুশীলনের মধ্যে এবং মনে রেখো এটা নির্ভর করবে তোমার উপর , ঈশ্বরের উপর নয়" (http://sahajmarg.org/literature/online/speeches/Only-Purpose-Of-Life).

পরদিন সকাল ৬টা নাগাদ উপস্থিত স্কলারস্‌রা গুরুদেবের সঙ্গে কফি সহযোগে বার্তালাপ করেন। তাঁর স্বাভাবিক রসিকতা অভ্যাসীদের প্রায় আধ–ঘন্টা মাতিয়ে রাখে। এরপর প্রাতঃরাশ শেষ করে তিনি কোলকাতা রওনা হন।

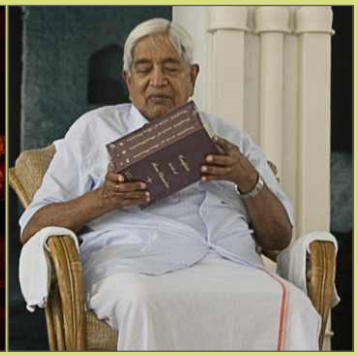

চেন্নাই

২রা অক্টোবর গুরুদেব কোলকাতা থেকে দুপুর ২টা নাগাদ চেন্নাই পৌঁছে সোজা মানাপাক্কাম আশ্রমে যান। দীর্ঘ সফরের পর তাঁকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এবারের সফরের অনেকটাই তাঁকে সড়কযোগে ভ্রমণ করতে হয়েছিল।

দীপাবলী শুরু হওয়ার আগে গুরুদেব এক সপ্তাহ মানাপাক্কাম আশ্রমে কাটান। ১১ই অক্টোবর থেকে আশ্রমে অভ্যাসী সমাগম শুরু হয়ে যায়। প্রচুর কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি কটেজের দরজায় অপেক্ষমান উৎসুক অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন।

১৬ই অক্টোবর গুরুদেব বেকারী বিভাগের সূচনা করেন এবং নাম দেন 'রুচি বেকারী।' শতাধিক দর্শনপ্রার্থী অভ্যাসীর ভিড়ের মধ্যে তিনি গলফ কার্টে চড়ে রান্নাঘরের দিকে যান। তিনি সদ্দ্য তৈরী কিছু দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রি করে বেকারীর কাজ শুরু করিয়ে দেন।

১৭ই অক্টোবর শনিবার, 'দীপাবলী'– আলোর উৎসব। গুরুদেব খুব সকালে তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন। অভ্যাসীরা তাঁকে দেখার জন্য ভোর থেকে অপেক্ষমান। গুরুদেব ধৈর্যসহকারে অনেকের সঙ্গে দেখা করলেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

প্রায় ৫০০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। অনেক নতুন বই প্রকাশ করেন। গুজরাটের অভ্যাসীরা সন্ধ্যায় গর্‌বা নৃত্য পরিবেশন করে। গুরুদেব প্রায় আধ–ঘন্টা অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং শিল্পীদের অভিনন্দন জানান। রাতের আলোক সজ্জায় গুরুদেবের কুটির যেন এক রূপকথার রূপ নিয়েছিল। এই উৎসবমুখর বাতাবরণে অভ্যাসীরা খুব খুশী এবং তাঁর উপস্থিতিতে যারপরনাই উপকৃত হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আমরা এখানে তোমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে বা তা জাগিয়ে তুলতে আসিনি। আমরা এখানে এসেছি কারণ বাবুজীর ভাষায় যাকে বলে, 'আত্মানুসন্ধানের' জন্য। (ইংরাজীতে–i-n-q-u-i-r-y) বিষয়ের অর্থ বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বত্ত্বা জীবনধারণের পিছনে অন্তর্নিহিত দর্শন উদঘাটন করতে।

(পি রাজাগোপালাচারী, কোলকাতা, ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০৯)

সহজ মার্গে নবাগতদের জন্য অনেক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও মুক্ত আলোচনা সভা দেশের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা, SMRTI –র প্রশিক্ষণ বিষয় নতুন অভ্যাসীদের মনে লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রবল উৎসাহ সঞ্চার করে।

SMRTI–র প্রথম ধাপের প্রশিক্ষণ বিষয়সূচী অভ্যাসীদের সাধনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সুন্দরভবে পরিবেশন করে। উপস্থাপনায় গুরুদেবের ভিডিও ও বক্তৃতার রেকর্ডিং সুচারুরূপে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে দেশব্যাপী মিশনের কার্যকলাপের ছবি ফুটে উঠেছে।

ব্যাঙ্গালুরু কেন্দ্রের ভ্রাঃ বিশ্বনাথ ও ভঃ বিজয়লক্ষ্মী গত ৬ই সেপ্টেম্বর মুলবাগালে প্রথম কানাড়া ভাষায় ATP পরিচালনা করেন। নিকটবর্তী কেন্দ্র মালুর, কোলার এবং K.G.F থেকে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সমগ্র অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের কাছে খুব উদ্দীপনাময় ছিল।

ওড়িশার রৌরকেল্লা কেন্দ্রে ১৩ই সেপ্টেম্বর ২২জন অভ্যাসীর মধ্যে ATP অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষের আগে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অভ্যাসীদের অভ্যাস সম্পর্কে অনেক সন্দেহ নিরসন হয়।

১১ই অক্টোবর উত্তর কর্ণাটকের গুলবার্গা জেলার চিত্তাপুর কেন্দ্রে ২০ জন অভ্যাসী এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভ্রাঃ প্রহ্লাদ পাকনিকার ও ভ্রাঃ নিজলিঙ্গাপ্পা কানাড়া ভাষায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সব অভ্যাসীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং উপস্থাপকের প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হন।

গত ৩০শে আগষ্ট গুলবার্গা জেলার সেদাম কেন্দ্রে ৩৯ জন অভ্যাসী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভ্রাঃ নিজলিঙ্গাপ্পা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সব অভ্যাসীরা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং বক্তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। অনেক প্রশ্নের উত্তর ব্যাখা করা হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়াতে ATP অনুষ্ঠিত হয়। এটা এই অঞ্চলের প্রথম অনুষ্ঠান। এই অঞ্চলে SMRTI–র কো–অর্ডিনেটর কে. নাগেশ্বরা রাও পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে ২০ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র কেন্দ্রে ১৯–২১শে সেপ্টেম্বর তিনদিন ব্যাপী ATP–র আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী সেখানে উপস্থিত ছিল। বিভিন্ন বক্তা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন, স্বেচ্ছাসেবী কাজ, গুরুর প্রতি প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। 'To be Like the Master' এবং 'Awaken Now' DVD দুটি দেখানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে অভ্যাসীরা নিষ্ঠাসহকারে তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

কেরলের আঞ্চলিক আশ্রম আলুভাতে ৫০ জন নতুন অভ্যাসীর মধ্যে গত ১১ই অক্টোবর রবিবার মালায়ালাম ভাষায় এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হয়। সহজ মার্গ সাধনার বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। বিষয়সূচী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য এক পৃথক অধিবেশন করা হয় যা অংশগ্রহণকারীদের কাছে খুব উৎসাহপূর্ণ ছিল। ধ্যান ও সাফাইয়ের মধ্যে পার্থক্য, চিন্তা ও সতত–স্মরণের মধ্যে পার্থক্য, গুরু ও ঈশ্বর বলতে কি বোঝায়–––ইত্যাদি বিষয়ের উপর নানা প্রশ্ন করেন। চরিত্র নির্মাণের উপর গুরুদেব সম্প্রতি যে জোর দিয়েছেন এবং কেন এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব তা ব্যাখা করা হয়।

সব কেন্দ্রের একই উপলব্ধি তা হল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সহজ মার্গ সাধনা বিষয়ক সব রকম সন্দেহ দূর করতে সক্ষম। যদিও তা নবাগতদের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু পুরানো অভ্যাসীরাও অনেক উপকৃত হয়েছে। সাধনা সংক্রান্ত বিষয় উন্নত করতে ও সতেজ রাখতে প্রাথমিক স্তর থেকে পর্যালোচনা করা জরুরী।

CHITTAPUR

SEDAM

GWALIOR

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

HPC ম্যানেজমেন্ট উন্নয়ন সংস্থা, পুনা

পুনার পিমপ্রি চিনচওয়াড়ের অভ্যাসীরা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ম কর্পোরেশনের কর্মীদের মধ্যে ২৮শে সেপ্টেম্বর এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার অয়োজন করে। 'ভারসাম্য জীবন কিভাবে নির্বাহ করা যায়'– এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভ্রাঃ সাক্সেনা। ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সহজ মার্গ সাধনা উপস্থাপিত করা হয় এবং সেই সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

পঠন গোষ্ঠী, ইন্দোর, এম. পি

বাবুজী মহারাজের 'Messages Universal' বইটি গোষ্ঠীগতভাবে পাঠ করার জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর ৩৫ জন অভ্যাসীর মধ্যে এক গোষ্ঠীগত পঠন আলোচনার আয়োজন করা হয়। ভ্রাঃ তানেয়ার বাবুজী মহারাজের বার্তা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা সকলের মধ্যে ব্যক্ত করেন। একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সমর্পণ কোনো বাহ্যিক ব্যাপার নয়, বরং আন্তরিক ইচ্ছার ব্যাপার। গুরুদেব যে আত্মিক আস্থা তৈরী করে দেন এই অবস্থার গভীর গহনে ডুবে যাওয়ার অনুশীলন প্রত্যেক অভ্যাসীর চরিত্রের বিষয় হওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়।

সরাইগ্রাম, বিন্ধ্যনগর, এম. পি

১১ই সেপ্টেম্বর জব্বলপুরের কিছু প্রশিক্ষক দ্বারা ৩০ জন অভ্যাসী নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সহজ মার্গ সাধনার বিভিন্ন বিষয় অডিও–ভিস্যুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ভঃ সুনীতা শুক্লা ধ্যান ও দশসূত্র বিষয়ে আলোচনা করেন, ভঃ অর্চনা কেশকর প্রার্থনা ও ডায়েরী লেখা বিষয়ে এবং ভঃ কৃষ্ণা পাণ্ডে সাফাই ও সতত–স্মরণের উপর বক্তব্য পেশ করেন। ভ্রাঃ আর. কে. ব্যাস প্রশ্নোত্তর–পর্ব পরিচালনা করেন।

'সহজ মার্গ––– এক পর্যালোচনা' বিষয়ে এক আলোচনা চক্রে বিন্ধ্যনগরে প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী অংশ নেন। ভ্রাঃ নায়েক–জীর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুরা মূল্যবোধের উপর এক মনোগ্রাহী উপস্থাপনা পেশ করে। প্রশিক্ষকমণ্ডলীর উপলব্ধি হল, যদিও তারা শেখানোর জন্য গিয়েছিল, তবুও তারা অনেক শিখেছে এবং অনেক উপলব্ধি করেছে।

উত্তর মহারাষ্ট্র পরিদর্শন

ভ্রাঃ বৈদ্য, ভ্রাঃ টিল্লু, ভ্রাঃ গিরিশ বেশ কিছু সংখ্যক অভ্যাসী সহ গত ১৯ ও ২০শে সেপ্টেম্বর উত্তর মহারাষ্ট্রের ও গুজরাট সীমান্ত সংলগ্ন কিছু কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁরা সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। স্থানীয় দলের সঙ্গে একযোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচলনা করেন এবং আলোচনার মাধ্যমে অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহের নিরসন করেন।

দলটি নাদুরবার, জলগাঁও, ভুস্ওয়াল পরিদর্শন করেন। সফরকালীন সতত–স্মরণ তাদের সকলের হৃদয় গুরুদেবের প্রতি প্রেম ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। এই সফর ঐ সব কেন্দ্রের অভ্যাসীদের মধ্যেও এক আনন্দের বাতাবরণ এনে দিতে সক্ষম হয়।

ভদ্রাবতীতে মিশনের প্রথম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন –

১১ই অক্টোবর। কর্ণাটকের সিমোগা জেলার ভদ্রাবতীতে মিশনের এক বছর পূর্ণ হল। গুটি কতক অভ্যাসী নিয়ে এক বছর আগে শুরু হওয়া কেন্দ্রটিতে প্রায় ৪০ জন অভ্যাসী রয়েছে। স্থানীয় অভ্যাসীদের উৎসাহ, বাইরের কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের নিয়মিত যাতায়াত ও সর্বোপরি গুরুদেবের অসীম কৃপায় এই প্রগতি সম্ভব হয়েছে।

সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ সি. আর . এন .মূর্তি এবং ভ্রাঃ বি .এস . রাও ভাষণ দেন। ZIC ভ্রাঃ শরৎ হেগড়ে অভ্যাসীদের নিজের উপর কাজ করে পদ্ধতি থেকে লাভবান হতে অনুপ্রাণিত করেন। স্থানীয় অভ্যাসীরা তদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন এবং সাধনা বিষয়ক নানা দিক পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য এক বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুরা দশ নিয়মের উপর এক ছোট নাটিকা প্রস্তুত করে। ভদ্রাবতীর অভ্যাসীরা এ হেন সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে এবং তারা মিশনের কাজে আরও কিভাবে এগিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে মনন করতে উদ্বুদ্ধ।

জয়পুরে VBSE কর্মশালা

২৩শে আগষ্ট ২০০৯ জয়পুরে অনুষ্ঠিত VBSE কর্মশালায় প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। SMRTI- র উপস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য প্রস্তুত সিলেবাস থেকে উদাহরণ তুলে ধরা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল সাফাইয়ের প্রয়োজনীয়তা, সততা, সত্য কথা বলা, নিয়মানুবর্তীতা, উচ্চ চিন্তা এবং সাধারণ জীবনযাপনে বিশ্বাস, সময়ের যথার্থ ব্যবহার ইত্যাদি। বিষয়গুলি ফটো ও স্লাইডের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

VBSE প্রশিক্ষণ, এরনাকুলাম, কেরল

এই বিশ্বে আজকের শিশুরা ভবিষ্যতের নাগরিক। আমরা তাদের মধ্যে যে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলছি তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ২৭শে সেপ্টেম্বর এরনাকুলামে VBSE র এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। SMRTI র আঞ্চলিক সহযোগী ভ্রাঃ এ মাধবন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ৭১জন অভ্যাসী ও ১৩ জন শিশু এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। মতবিনিময়ের অনুষ্ঠানে শিশুরা উৎফুল্ল হয়ে অংশ নেয়। শিশুরা মিশনের প্রার্থনা বলে এবং কিছু সময় চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। মূল্যবোধ–ভিত্তিক কাহিনী তাদের বলা হয় এবং জানতে চাওয়া হয় যে, এ থেকে তারা কি শিক্ষা পেল। এক্ষেত্রে তাদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ লক্ষণীয়।

VBSE ক্লাস কিভাবে পরিচালনা করতে হয়, সে বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। VBSE ক্লাস জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, বরং প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রগতির জন্য। এই অনুষ্ঠানে শিশুরাও মিশনের কাজে নিজেদের যুক্ত করার কথা ভাবে।

লখ্‌নৌ আশ্রমে বৃক্ষরোপন

বর্ষার মরশুমে লখ্‌নৌ আশ্রমে ১০০০টি গাছের চারা রোপন করা হয় এবং আরও ২০০টি ফলের গাছ লাগানোর পরিকল্পনা পাকা হয়ে গিয়েছে।

লখনৌ উন্নয়ন সংস্থা LDA সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা ৩০০টি গাছ দিয়েছে। সুভাষ পাবলিক স্কুল ও রাজহংস স্কুল থেকে প্রায় ২৫০জন ছাত্র গত ৩০শে আগষ্ট আশ্রমে এসে এই কাজে সহযোগিতা করে।

তিপতুরে আঞ্চলিক সমাবেশ

সাতটি কেন্দ্রের (হাসান, টুমকুর, মধুগিরি, সি.এন.হাল্লি, হুলিয়ার, চিকমাগালুর, তিপতুর) ১২০ জন অভ্যাসী গত ১০–১১ই অক্টোবর তিপতুরে আয়োজিত দু দিনের এক আলোচনা চক্রে যোগ দেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'নিজেকে পুনর্লোচনা করো'| গুরুদেবের সম্প্রতি দেওয়া বার্তা–– অভ্যাসীদের উচিত মাঝে মাঝে নিজেকে পর্যালোচনা করা। –– এই বিষয়ের উপর

প্রথম দিনের আলোচনা হয়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর VCD চালান হয়। এরপর অভ্যাসীরা সহজ মার্গে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় দিন 'সেবার গুরুত্বে'র উপর আলোচনা হয় এবং কেন্দ্রে ভালো সক্রিয় কর্মীর দল গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা বলা হয়। একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে আগামী এক বছরে প্রতিটি কেন্দ্রে ভালো দল গড়ে ওঠে। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অংশগ্রহণকারীরা আশ্রমে দুটি মনোরম দিন কাটানোর সুযোগ পান। এ হেন সমাবেশের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন যা লক্ষ্যের প্রতি তাদের দৃষ্টিকে আরও জোরদার করতে সাহায্য করে।

জীবনে ধ্যানের গুরুত্ব, কাশীপুর

চন্দ্রাবতী গার্লস ডিগ্রী কলেজের B-Ed ও স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে জীবনে ধ্যানের গুরুত্ব বিষয়ের উপর ১০ই সেপ্টেম্বর ১১০ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল।

ভ্রাঃ (ডঃ) অলোক ট্যান বিষয়টির অবতারণা করেন। সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে অতি সহজভাবে ধ্যান ও সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন মতভেদের ব্যাখা করেন। এরপর মিশনের সচিব আর. পি. উমাশঙ্কর আধ্যাত্মিক ধ্যানের ফল ও ভৌতিক বিষয়ে ধ্যানের ফলের উপর সুনিপুণ আলোকপাত করেন। উপস্থিত শ্রোতারা খুব অনুপ্রাণিত হয়। ছাত্ররা সারাদিনে যে সময় নষ্ট করে তা যথার্থভাবে কাজে লাগানোর জন্য তিনি আবেদন করেন। রসিকতার ছলে এক উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, কিভাবে পরচর্চায় ব্যয়িত সময় ধ্যানে নিয়োজিত করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এক প্রাণবন্ত প্রশ্ন–উত্তর পর্বে ভ্রাঃ অলোক সহজ মার্গ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। আগ্রহী শ্রোতাদের বই ও লিফলেট দিয়ে স্থানীয় প্রশিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

উচ্চমানের যুব–আলোচনা চক্র, ব্যাঙ্গালোর।

২–৪ অক্টোবর

যে সব তরুণ যুবক দীর্ঘদিন সহজ মার্গ সাধনা করছে তাদের মানসিকভাবে আরও অনুপ্রাণিত করার জন্যই এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ভোর ৪–৩০মিনিটে ধ্যান, যোগ ও সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের শুরু। এরপর আসল অধিবেশন শুরু। সকালের দুটো অধিবেশনে ক্রীড়া এবং এরপর দু ঘন্টা স্বেচ্ছাসেবী কাজ। অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা গুরু, মিশন ও পদ্ধতির নানা বিষয়ে গভীরভাবে মনন করার অবকাশ পায়। তারা গোষ্ঠীগতভাবে দৃষ্টিভঙ্গী আদান–প্রদানের ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 'এক গুরু', 'এক মিশন', 'এক পদ্ধতি', 'যোগ্য হওয়ার জন্য সেবা করো', 'আজ্ঞাপালন আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত', 'আত্মিক জগৎ উন্মোচন করো', 'চরিত্র নির্মাণ বিনা আধ্যাত্মিকতা এক প্রহসন' এবং 'সহজ মার্গ ও আগামী দিনের বিশ্ব' উল্লেখযোগ্য। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব বোধ সুদৃঢ় হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

অংশগ্রহণকারীরা এই ধরণের অনুষ্ঠান নিজেদের কেন্দ্রে আয়োজন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরিচালক ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খোলা মনের পরিবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ফলে প্রশ্ন, উত্তর ও নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করা সবই বেশ আনন্দের সঙ্গে হয়।

উত্তরখ প্রশিক্ষক আলোচনা চক্র

২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর সৎকোল আশ্রমে উত্তরখ অঞ্চলের ৪১জন প্রশিক্ষকের দু দিন ব্যাপী আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল, 'গুনগত ও সংখ্যাগত সফলতা অর্জন করা'।

প্রথম দিন ZIC ভ্রাঃ চুপল সবরকম কাজকর্মের উপর এক সার্বিক আলোকপাত করেন। এরপর তিনি প্রতিটি কেন্দ্রের উন্নয়নের সম্ভাবনাময় দিক খতিয়ে দেখান এবং এই মর্মে এক রিপোর্ট পেশ করেন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রশিক্ষক রিপোর্ট ও সদস্য পরিসংখ্যান থেকে গৃহীত হয়। আশ্রমের তত্ত্বাবধান, ধ্যানকক্ষের রক্ষণাবেক্ষন এবং গুরুদেবের কেন্দ্র পরিদর্শন সংক্রান্ত এক সুনির্দ্দিষ্ট

নথী নিয়মিত রাখার কথা ব্যক্ত করেন। SMRTI র প্রথম স্তরের ATP বিষয় প্রশিক্ষকদের সামনে তুলে ধরা হয়।

সন্ধ্যাবেলা ভ্রাঃ অলোক কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজকর্মের উপর আলোকপাত করেন। কাশীপুর কেন্দ্রের কিছু বিশেষ কাজকর্মের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুক্ত আলোচনা চক্র ও পুরোদিনের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়েও তিনি বক্তব্য রাখেন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্প্রচার বিষয়ে হাতে কলমে উপস্থাপনা দিয়ে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু। মিশনের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন দিকে অবাধ ভ্রমণ করা হয়। এরপর ভ্রাঃ এ. পি .দুরাই মিশনের সুরক্ষা জনিত বিষয় উপস্থাপন করেন।

জগমপেটে(এ. পি.) মুক্ত আলোচনা চক্র

অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়া থেকে ৩৫ কিমি দূরে অবস্থিত জগমপেট। পাঁচ লক্ষ জনবসতি সম্পন্ন ব্যবসাভিত্তিক এক গ্রাম্য শহর। কুটির শিল্পের প্রাধাণ্য বেশী। যেমন চালের কল, ছাদের টালি বানানোর কারখানা ইত্যাদি। ২০০৬ সালে গুটিকতক অভ্যাসী নিয়ে এই কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়। ক্রমশ পদ্ধতির অভ্যাসগত সরলতায় উৎসাহিত হয়ে আজ ৪০ জন অভ্যাসী নিয়মিত সাধনা করছে। স্থানীয় জিজ্ঞাসুদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ভ্রাঃ পি. সুর্য্যনারায়ন এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করে যেখানে ২০০ শ্রোতার সমাবেশ ঘটে। ১৪ই সপ্টেম্বরে এই সমাবেশ হয়। আলোচনার বিষয় ছিল, 'ধর্মে ঈশ্বর বাইরে আর আধ্যাত্মিকতায় অন্তরে', 'আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন'। সবশেষে সকলে একবাক্যে মেনে নেয় যে, আধ্যাত্মিকতা কোনও ঐচ্ছিক বিষয় হতে পারে না বরং জরুরী বিষয় এবং কি করে সহজ মার্গ সাধনা মানুষের সবরকম অবস্থায় ভারসাম্য এনে দেয় তাও আলোচনা করা হয়।

ভ্রাঃ কে. যদুসূর্য্য ও ভঃ কে. জ্যোতি বক্তব্য পেশ করেন। ভ্রাঃ ডি. ভাস্কর. রাও ও ভ্রাঃ ডি ভেঙ্কট রাও সহজ মার্গ সাধনায় তাদের পরিবর্তনের উল্লেখ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কোয়েম্বাটোর কেন্দ্র, সারাদিনব্যাপী কার্যক্রমের নতুন রূপ

প্রত্যেক রবিবারের পরিবর্তে শুধুমাত্র মাসের প্রথম রবিবার সারাদিনের নতুন কর্মসূচী এই কেন্দ্র গ্রহণ করে। এর ফলে অনেক অভ্যাসী অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। নতুন ও পুরানো অভ্যাসীদের জন্য সুচিন্তিত বিষয় আলোচনার জন্য রাখা হয়।

বাবুজী মহারাজের বই একটার পর একটা আলোচনার জন্য রাখা হয় যা আমাদের প্রগতিতে সহায়ক হতে পারে। এ পর্যন্ত তিনটে বই সমাপ্ত হয়েছে: সহজ মার্গের দৃষ্টিতে রাজযোগের সুফল, দশসূত্রের ব্যাখা, প্রত্যুষে সত্য। বাকী বই আগামী মাসে নেওয়া হবে। এর ফলে স্বেচ্ছাসেবী, বক্তা, প্রশিক্ষক সকলে বাবুজির বই পড়তে অনুপ্রাণিত হয়।

সাধনা, মিশনের ইতিহাস ও গুরুদের জীবনের উপর ক্যুইজ এক আকর্ষণীয় সংযোজন। 'Whispers from the Brighter World'পড়ে কিভাবে উপকৃত হওয়া যেতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা হয়।

সহজ মার্গের কিছু মূল্যবাণ কথা যেমন, 'গুরুদেব সিংহ চান, ভেড়া নয়'--- এর উপর দলগত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ের উপর গুরুদেব কি বলেছেন তা জানার জন্য গুরুদেবের বই পাঠ করা হয়।

উত্তর কর্ণাটক মুক্ত আলোচনা চক্র

১লা অক্টোবর বিদার জেলার বাসবকল্যানের বাসবেশ্বর ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন হয়। অধ্যক্ষ শ্রীমতি নির্মলা শেতগর সহ ৩০ জন শিক্ষক এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভ্রাঃ শ্রীকান্ত যোশী 'আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনের' উপর হিন্দীতে ভাষণ দেন। ভ্রাঃ মল্লিকার্জুন উপ্পিন গুরু, মিশন ও পদ্ধতির উপর বক্তব্য রাখেন। জিজ্ঞাসুদের প্রচারপত্র দেওয়া হয়।

১১ই অক্টোবর গুলবার্গা জেলার চিত্তাপুর কেন্দ্রে ৩০ জন জিজ্ঞাসুর মধ্যে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ দেবেন্দ্রাপ্পা শ্রোতাদের স্বাগত জানান। ভ্রাঃ গজেন্দ্র সিং 'আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনের' উপর হিন্দীতে ভাষণ দেন। গুরু, মিশন ও পদ্ধতির উপর ভ্রাঃ রাজু কাশামপুরকর বক্তব্য রাখেন।

গুলবার্গা রেলওয়ে স্টেশনে ১৩ই অক্টোবর স্টেশন ম্যানেজারের চেম্বারে প্রায় ৩০ জন রেলওয়ে কর্মী মিলিত হয়েছিল। ভ্রাঃ গজেন্দ্র সিং আধ্যাত্মিকতা ও সহজ মার্গ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় করান। ভ্রাঃ শ্রীকান্ত যোশী সহজ মার্গ ও মিশনের উপর বক্তব্য রাখেন। ভ্রাঃ মহেশ দেশপাণ্ডে আমদের গুরুদের ধারাবাহিকতার উপর আলোকপাত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নতুন প্রকাশনা

Complete Works of Shri Ram Chandra
This special edition was released by Master as a 3 volume boxed set on Diwali.

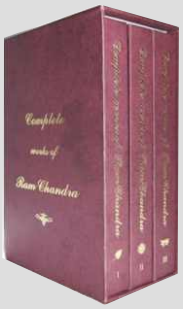

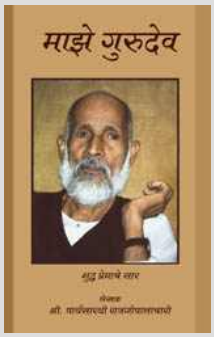

My Master
Marathi

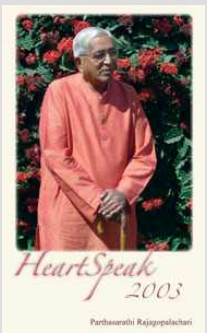

HeartSpeak 2003

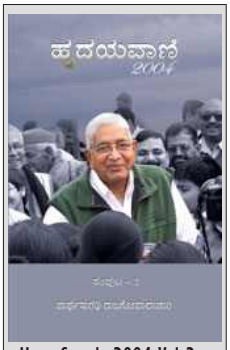

HeartSpeak 2004 Vol-2
Kannada.

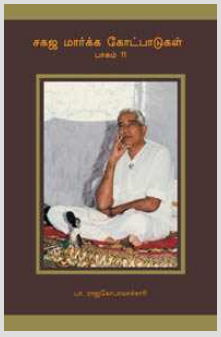
Principles of Sahaj Marg-II
Tamil

Efficacy of Raja Yoga - In the Light of Sahaj Marg
Spanish

Sahaj Marg Ke Dus Niyamon Ki Vyakhya
Special Edition

Reality at Dawn
Hindi

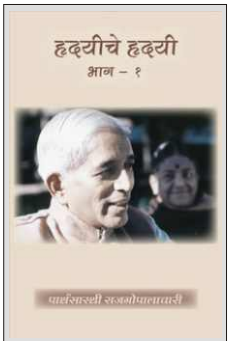

Heart to Heart Volume I
Marathi

শ্রীরামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া
জ্যোতির্কেন্দ্র
নভেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, মুম্বাই

মুম্বাইয়ের বাণিজ্য নগরীতে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪ এ গুরুদেব এই আশ্রমের উদ্‌ঘাটন করেন। এই আশ্রম পানভিল আশ্রম নামে সুপরিচিত এবং মহারাষ্ট্রের পানভিলে অবস্থিত। পুনে–মুম্বাই এক্সপ্রেস সড়কের পাশে মুম্বাই থেকে ২২ কিমি দূরে পানভিল অবস্থিত। ছাঙ্গু কণা ঠাকুর হাইস্কুলের বিপরীত দিকে ০.৭৫ একর জমির উপর এই পানভিল আশ্রম অবস্থিত। রেলস্টেশন থেকে একেবারে হাঁটা পথ।

মুম্বাই এর মত শহরে আশ্রম গড়ে তোলা এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ এখানে জমির দাম খুবই বেশী। অভ্যাসীদের হার্দ্যিক সহযোগিতা ও গুরুদেবের উৎসাহে আশ্রম রূপ নিতে পেরেছে।

গুরুদেব ২৪শে জনুয়ারী ১৯৯৯ সালে পানভিল রেলস্টেশনের কাছে একটা জমি চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। তিনি সেখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং গুরুদেব ঐ স্থান আশ্রমের জন্য ঘোষণা করেন। অভ্যাসীর সিটিং এর সময় এক পূর্ণতার আস্বাদ পায়। গুরুদেব এর নাম দেন বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম যা ভারতে অন্য পাঁচটি আশ্রমের একটি।

দেড় বছরের মধ্যে এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। অভ্যাসীরা যারা এই কাজে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন তারা নিঃসন্দেহে গুরুদেবের আশীর্বাদধন্য।

৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪ সালে গুরুদেব এই আশ্রম উদঘাটন করেন। দ্বি–তল বিশিষ্ট এই আশ্রমে গুরুদেবের কুটির, খাওয়ার জায়গা রয়েছে। মহিলাদের জন্য নীচের তলায় এবং পুরুষদের জন্য প্রথম তলায় বহুশয্যাবিশিষ্ট হলঘর রয়েছে। দ্বিতীয় তলে ধ্যানকক্ষ। সবুজ অঞ্চল হিসাবে প্রায় এক একর জায়গা CIDCO আশ্রমকে দান করেছে মূলতঃ প্রগতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। গুরুদেব সম্প্রতি আশ্রমের কতক সম্প্রসারণ অনুমোদন করেছেন। ধ্যানকক্ষের কাছে গুরুদেবের কটেজ, কিছু অতিরিক্ত ঘর ইত্যাদি।

মুম্বাই শহরে জনজীবন ব্যস্তমুখর। স্থানীয় অভ্যাসীদের কাছে এই স্থান হল দৈন্যন্দিন জীবনের মানসিক চাপ থেকে দূরে এসে গুরুদেবের দিব্যসুধায় অবগাহন করার সুবর্ণ সুযোগ এবং তাই তারা এখানে যতটা সম্ভব সময় কাটাতে চেষ্টা করে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india
For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.